Gobardanga Hindu College
Department of Philosophy
4th sem(DSE/GE)

1. নৈতিক ক্রিয়া কাকে বলে?
যে ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক বিশেষণ ভালো-মন্দ ইত্যাদি প্রয়োগ করা যায় , তাকে নৈতিক ক্রিয়া বলে । মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মই নৈতিক ।

2. অনৈতিক ক্রিয়া কাকে বলে ?
যে ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক বিশেষণ ভালো-মন্দ ইত্যাদি প্রয়োগ করা যায় না , তাকে অনৈতিক ক্রিয়া বলে। মানুষের বাধ্যতামূলক ক্রিয়া অনৈতিক।

3. নৈতিক ক্রিয়া ও অনৈতিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখ ।
ক) যে ক্রিয়ার নৈতিক গুণ অর্থাৎ ভালোত্ব - মন্দত্ব থাকে, তা হলো নৈতিক ক্রিয়া অপরপক্ষে অনৈতিক ক্রিয়ার কোন নৈতিক গুণ থাকে না অর্থাৎ ভালোত্ব - মন্দত্ব কিছুই থাকে না।
খ) ক্রিয়ার নৈতিক ক্রিয়ার বিষয় হিসেবে শুধু ঐচ্ছিক ক্রিয়াকেই উল্লেখ করা যায়। কিন্তু অনৈতিক ক্রিয়ার বিষয় হিসেবে শুধু অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকেই উল্লেখ করা যায়।

4) নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু কি?
নৈতিক বিচারের বস্তু হলো ঐচ্ছিক ক্রিয়া ও তার মূল্য নির্ধারণ করা। কারও কারও মতে, অভিপ্রায় হলো নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু। আবার কোন কোন নীতি বিজ্ঞানী মনে করেন যে, কর্ম কর্তার অভিপ্রায় নয়,তার চরিত্রই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।

5. মনোবিজ্ঞান সম্মত সুখবাদ বলতে কী বোঝ?
মনোবিজ্ঞান সম্মত সুখবাদ অনুসারে সুখ কামনা করা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। মানুষের সকল কর্মের উদ্দেশ্য হল সুখ লাভ করা। এই সুখের উদ্দেশ্যে মানুষ যাবতীয় কাজ করে। মনস্তাত্ত্বিক সুখ বাদীরা বলেন- মানুষ কোন বস্তুকে ঐ বস্তুটির জন্য কামনা করে না। বস্তু থেকে সুখ পাওয়ার প্রত্যাশায় আমরা বস্তুকে কামনা করি ।

6. নীতিবিজ্ঞান সম্মত সুখবাদ বলতে কী বোঝো?
নৈতিক সুখবাদ একটি নৈতিক আদর্শ সম্পর্কীয় মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে সুখ বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি হল মানুষের নৈতিক আদর্শ। সুখ জীবনের আদর্শ এবং নৈতিক কর্মের মানদণ্ড। যে কাজ সুখ দায়ক সেই কাজ ন্যায়সম্মত আর যে কাজ দুঃখ দায়ক সেই কাজ মন্দ।

7. আত্মগত সুখবাদ বলতে কী বোঝো?
আত্মগত সুখবাদ অনুসারে মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বা মাত্র কাম্য বস্তু তার নিজের সুখ। এই মতবাদ অনুযায়ী যে কাজ ব্যক্তিকে সুখ দেবে সেই কাজ ভালো।আর যে কাজ দুঃখ দেবে সেই কাজ মন্দ। এই মতবাদ অনুযায়ী নিজের সুখের জন্যই কাজ করা উচিত। সিরেনেইক, হবস এই মতের সমর্থক।

8. বেন্থাম ও মিলের পারসুখবাদের মধ্যে পার্থক্য লেখ ।

ক) বেন্থাম সুখের মধ্যে কেবল পরিমাণগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন ।কিন্তু মিল সুখের পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন।

খ) বেন্থাম শারীরিক সুখ কে প্রাধান্য দিয়েছেন আর মিল মানসিক সুখ কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

গ) বেন্থাম সুখের গণনার কথা অর্থাৎ পরিমাপের কথা বলেছেন ।কিন্তু মিলের মতে সুখকে পরিমাণ করা যায় না।

9. সুখবাদের গণনা প্রণালী কি?

বেন্থামের মতে, নির্ণয় নির্ণয় করার জন্য সাতটি ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তীব্রতা, স্থিতিকাল, বিস্তৃতি, উর্বরতা ,বিশুদ্ধি , নৈকট্য, এবং নিশ্চয়তা -- এই সাতটি ধর্মের সাহায্যে পরিমাণ নির্ধারণ প্রণালীকেই নীতি বিজ্ঞান এ সুখবাদের গণনা প্রণালী বলে।

10. সুখবাদের হেঁয়ালি কি?

সিজউইক বলেন, সুখের দিকে আমরা যত মানোযোগ দিই ,ততই আমরা সুখকে হারায়--- সুখ পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল সুখের কথা ভুলে থাকা। একেই বলে সুখবাদের হেঁয়ালি।